Sheora: *Streblus asper* Lour.; Family- Moraceae

Sheora plant is botanically known as *Sterblus asper* Lour. belonging to the family Moraceae. It is a medium sized tree, most common in distribution to south-east Asia and in English known as Siamese Rough-Bush, also Paper Book in tropical Asia as used for paper making in Thailand, where also a topiary subject in temples. It is also with some other common names in different countries as Khoi, Serut, toothbrush tree. In the Philippins it is commonly known as “bogta-e”, “bogtalay” and “Kalyos”, in Combodia as Snay, in Malaysia as Kesinae. In West Bengal, it is directly connected with the ghosts in children’s ghost stories. According to the stories ‘Sheora gachh’ is the residential sites of female ghosts, commonly referred as Petni, Shaakchunni and they live on the trees at night. It is the usual practice that at night persons avoid this plant are not going to those sites where the plants are growing. It is believed that they will be attacked by the ghosts like Petni and Shaakchunni and due to fear the persons are avoiding this plant at night. Men believe that the spirit of a dead person is still living and will attack them at night while passing through this way. Probably due to the dense structural appearance of this plant as well as the dense bushy appearance create fear to the person. Of course, it has some commercial values as leaves lopped for fodder for cattle and elephants. Wood chips mixed with tobacco are used for making Burmese cheroots. As a medicinal importance roots, leaves, latex and seeds are used. Berries are eaten. Wood used for making yokes and wheels of carts, also as excellent fuel.

শেওড়া গাছের বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রেব্লুস এ্যাস্পার, এবং এটি মোরেসী পরিবারভুক্ত। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বাধিক বিস্তৃত একটি মাঝারি আকাশের বৃক্ষ এবং ইংরেজিতে সিয়ামিস রাফ বুস নামে পরিচিত। উষ্ণমণ্ডলীয় এশিয়ায় এটিকে পেপারবুক নামেও ডাকা হয়, কারণ থাইল্যান্ডে এটি কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং মন্দিরে টপিয়ারি সাজসজ্জার জন্যও লাগানো হয়। এ ছাড়া এটির আরও কিছু প্রচলিত নাম রয়েছে যেমন খই, সেরুত, তুথব্রাস ট্রি। এটি ফিলিপাইনে এটিকে বলা হয় “বগতা-ই”, “বগতালয়” এবং “কালিওস” নামে ; কম্বোডিয়ায় স্নায় নামে এবং মালয়েশিয়ায় কেসিনায়ে নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে শেওড়া গাছ শিশুদের ভূতের গল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। লোককথা অনুযায়ী, শেওড়া গাছ নাকি মহিলা ভূতদের—বিশেষত পেত্নি ও শাকচুনির—বাসস্থান, এবং তারা রাতে এই গাছে বাস করে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, রাতে যেখানে শেওড়া গাছ আছে সেখানে কেউ যায় না, এই গাছের থেকে বিরত থাকে, কারণ বিশ্বাস করা হয় যে পেত্নি বা শাকচুনি আক্রমণ করতে পারে। ধারণা করা হয়, কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা এই গাছে বাস করে এবং রাতে পথচারীদের ক্ষতি করতে পারে। সম্ভবত গাছটির ঘন, ঝোপের ন্যায় গঠন মানুষের মনে এই ভয়ের

জন্ম দিয়েছে। তবে গাছটির বাণিজ্যিক মূল্যও রয়েছে—পাতা গরু ও হাতির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঠের টুকরো তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে বার্মিজ চুরুট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসাগত দিক থেকেও শেওড়া গুরুত্বপূর্ণ। এটির শিকড়, পাতা, তরু ক্ষীর ও বীজ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটির ফল খাওয়া যায়। কাঠ দিয়ে জোয়াল ও গাড়ির চাকা তৈরি হয় এবং এটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।